Balmiki – Interview - Art – Silpo Bisayak Prasno – Uttar – Shyamal Datta Roy

বাল্মীকি - শিল্প বিষয়ক প্রশ্ন-উত্তর - শ্যামল দত্তরায়

।। এক।।

কি ভাবে একটা ছবি আঁকা শুরু করেন ?

'হাত সাধারণ একটা যন্ত্র যাকে ইচ্ছেমত চালনা করা যায়। এটা যে কর্মরত মস্তিষ্ক তাও নয়, কিন্তু আরো উচ্চতর, আরো গভীর কিছুযা ছবি আঁকায়, এ জাতীয় কোন বিশ্বাস আছে কি ?

ছবি শুরু হয় মনে। কিছু অস্পষ্ট এলোমেলো চিন্তা বা ভাঙ্গাচোরা ছবি বেশ কিছুদিন ধরে চলাফেরা করে নানা কাজের মাঝে। সেটা আগে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অথবা কিছু একটা পড়ে বা দেখে। নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদে। নিদিষ্ট মানে পৌঁছতে হৃদয় ও মস্তিষ্কের আলোড়ন থেকে উদ্ভূত হয় ছবি। 'আরও উচ্চতর আরও গভীর কিছু' যা ভাষায় প্রকাশে আমি অক্ষম। তবে ছবি আঁকতে শিল্পী মাত্রই বাধ্য। এ এক ঋণ শোধ করার দায়িত্ব।

।। দুই।।

ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্য আপনার ছবিকে আঙ্গিকের দিক দিয়ে প্রভাবিত না করে চিন্তাধারা বা দর্শনের দিকে প্রভাবিত করেছে, এর কারণ কি ? চিন্তাধারাকেই বা কিভাবে প্রভাবিত করেছে ?

আধুনিক জগৎ ভৌগোলিক অর্থে সংকুচিত। এক দেশের চিন্তা ভাবনা অথবা ঘটনার প্রভাব অন্যদেশের চিন্তা জগৎ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এবং এটাও সত্য শিল্পী, শিল্পীর সমাজ - জীবনেরই একটা অংশ। দেশকালে, পরিবেশে সীমাবদ্ধ। স্বজাতির অভিজ্ঞতা ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, তাকে দেশের মানুষের সাথে অভিন্ন রাখে। এবং শিল্পসৃষ্টির উপাদান থাকে ওরই মধ্যে নিহিত।

প্রকাশের ভাষা খুঁজতে ইউরোপের ভাণ্ডার থেকে শোষণ করা প্রয়োজন ছিলো আমাদের। আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলার দুর্মদ শক্তির বশ্যতা স্বীকার না করে আমাদের উপায় ছিলো না। সেই অনিবার্য যুগপ্রভাবে আমরা পঞ্চাশ/ষাট দশকের শিল্পীরা আঙ্গিকগত ভাবে ইউরোপের কাছে পরাভূত।

।। তিন।।

সুন্দর ও কুৎসিত সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

'কুৎসিত' এই বাংলা শব্দটি চিত্রকলা প্রসঙ্গেই ব্যবহার করা চলে কিনা, আমি জানি না। শিল্পীরা নানাভাবে বিকৃত করে মানুষকে, ছবির প্রয়োজনে। সেই 'মানুষ' যদি বাস্তব জগতে বিচরণ করতো, তাকে নিশ্চয়ই 'কুৎসিত' বলা হতো। সেই আপাত কুৎসিত ছবিতে কিন্তু সুন্দর হয়ে ওঠে। - /সুন্দর ছবি বলতে যে রম্ভা তিলোত্তমার ছবি বুঝতে হবে তা নয় - সেরকম করে বোঝাটা ছেলেমানুষি - ছবির বিষয়টা নয়নলোভন একেবারেই না হতে পারে। কিন্তু সে আমাদের মনকে টানে তার ব্যক্তি স্বরূপগত সত্যে'' - রবীন্দ্রনাথ।

।। চার।।

অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে আপনার সংযোগ কতটুকু ?

প্রায় সব শিল্প মাধ্যমেরই আমি উৎসাহী দর্শক, শ্রোতা, পাঠক। বড় কিছু পড়লে দেখলে অথবা শুনলে কষ্ট হয়, যন্ত্রণা বোধ করি, হিংসে করি।

।। পাঁচ।।

আপনাকে বা আপনার সমসাময়িক কয়েকজন চিত্রকরকে পাউল ক্লের চিত্রকর্ম প্রভাবিত করেছে। পাউল ক্লেন্টর কোন গুণের জন্য আপনারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন ?

প্রভাবিত নয় প্রসারিত করছে। পাউল ক্লের অনুসন্ধান তাঁর আবিষ্কার সারা বিশ্বেই এক নতুন দিগন্ত। উপকরণ সামান্য, প্রকাশ ভঙ্গিমার কাব্যগুণ, লোক - শিল্পের সারল্য কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ঐ ছবিগুলির প্রাচুর্য আমাদের মুগ্ধ করেছিলো। ছবি সম্পর্কে আমাদের নতুন ভাবনার জগৎ খুলে দিয়েছে।

।। ছয়।।

একটি শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থেকে সাপ্রতিক চিত্রকলার কতটা পরিবর্তন করতে পেরেছেন ?

পরিবর্তনের দায় আমাদের ছিলো না। ষাট দশকে আমরা প্রত্যেকেই উদ্দাম যুবক। আমরা দেখেছি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পীদের প্রতি অবহেলা। এমন কি শিল্পকলার প্রতিষ্ঠানগুলিতে অন্যায়, অবিচার, শিল্পীদের অসামর্থ। আমরা এর বিরুদ্ধে নিজেদের সংগঠিত করতে চেয়েছি, যোগ্য হবার চেষ্টা করেছি পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। বোধ হয় - আমরাই প্রথম বিদ্রোহী - সেই অর্থে, শিল্পকলার পরিবর্তন করতে পেরেছি কি না বলতে পারি না। তবে পরবর্তীদের কাছে একথা বলতে পারি যে, নিয়ত পরিশ্রম সহশিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা মমত্ব ও সততা - যে কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি রাখে শিল্পীরা।

।। সাত।।

লোকশিল্পকে আপনি কি ভাবে দেখেন ? একজন আধুনিক শিল্পী'র লোকশিল্প থেকে গ্রহণ করার কিছু আছে কি ?

লোকশিল্পকে শিল্প হিসাবেই দেখি, যে কোন শিল্পীর কাজ আমি যে ভাবে দেখি সেই ভাবেই। - অনন্তকাল থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বিরাট শিল্প সংগ্রহশালা, লোকশিল্প সেই সংগ্রহ শালার বিরাট সম্পদ। এর থেকে গ্রহণ করবে শিল্পীরা যতদিন শিল্পের সাথে মানুষ আর মাটির সম্পর্ক থাকবে।

।। আট।।

আপনার প্রিয় চিত্রকর কারা ?

প্রিয় চিত্রকরের সংখ্যা এত বেশি যে নাম তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

।। নয়।।

আপনারা গ্রাফি' এবং জল রঙের কাজগুলোর মধ্যে দেশীয় নক্শা ও টেরাকোটার শৈলী ব্যবহার করেন, এটা আঙ্গিকের কারণে ?

নক্শা সব সময়েই কিছু প্রকাশ অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি। নক্শাগুলি কোন অর্থেই প্রতীক নয়। কিছু একটা আবিষ্কারের চেষ্টা থাকে ও মধ্যে। নক্শাগুলির আদি নিবাস লোকশিল্প অবশ্যই।

।। দশ ।।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্প শাস্ত্রগুলির সঙ্গে আধুনিক শিল্পের বিরোধ কোথায় ? এগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধার অভাব আছে বলে মনেহয় ?

যেমন চিত্রের স্থায়িত্ব রক্ষা সম্পর্কে একটা পদ্ধতির কথা বলছি, /তিন প্রকার ইষ্টকচূর্ণ* সাধারণ মৃত্তিকা তিনভাগ গুগ্‌গুল, মোম, মধুক (রঙ্গ অথবা যষ্টিমধু) মুরুক (মুরক) মুরা নামে প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য বিশেষ, গুড়, কুসুম্প ও তৈল, এ সমস্ত দ্রব্য সমভাবে গ্রহণ করিয়া তিনভাগ অগ্নিদগ্ধ সুধার (চূর্ণ) সহিত চূর্ণকারে মিশ্রিত করিবে। অনন্তর দুই ভাগ অপক্ক বিম্পচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমান বালুকা দিবে। তাহার পর পিচ্ছিল বল্কল-জলের দ্বারা সমস্ত ভিজাইবে। এই উপাদান একমাসে প্রলেপের উপযুক্ত হয়। এই প্রকারে এবং আরো কতগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা চিত্রস্থানকে উপযুক্ত করিয়া, তাহাতে চিত্র অঙ্কিত করিলে, শত বৎসরেও চিত্রের অন্যথা হয় না।* - এখন এই সূত্রটিকে কি ভাবে আপনি গ্রহণ করবেন ?

আধুনিকতার প্রাথমিক সংজ্ঞা শাস্ত্রবিরোধিতা। যখনই একটা প্রথাগত শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তখনই সেটা ভেঙে নতুন কিছু গড়ে তোলারসংকল্প নিয়েছে শিল্পীরা। - শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও একটা আইন মেনে চলার দায়িত্ব থাকে। শিল্পকলার আইনের কোন ভূমিকা নেই। শাস্ত্রকে অনুশাস্ত্র করে শিল্প হয় না। শিল্পকে কেন্দ্র করে শাস্ত্র রচিত হয়। প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে। তবে আদুনিক শিল্প ভাবনায় তার স্থান কতটুকু ?

অনেকে বলেন চিত্রকলার স্থায়িত্ব ভার শিল্পীর নয়। এর জন্য উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক কারিগর নিযুক্ত আছেন বিভিন্ন সংগ্রহশালায়। তারাই শতবর্ষের দায়িত্ব নেবেন। প্রশ্নে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা দেয়াল চিত্র অঙ্কনের একটা প্রাথমিক প্রলেপ। চিত্রস্থানকে উপযুক্ত করার প্রয়োজনে আরও বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। সবচেয়ে কম সময় সাপেক্ষ পদ্ধতিই আমরা গ্রহণ করবো। কারণ আধুনিককালে সময় সংকোচের একটা ভূমিকা আছে।